পরিবহন প্রদর্শন কক্ষ

ভারত সরকার

বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা ১৯এ গুরুসদয় রোড, কলিকাতা - ১৯
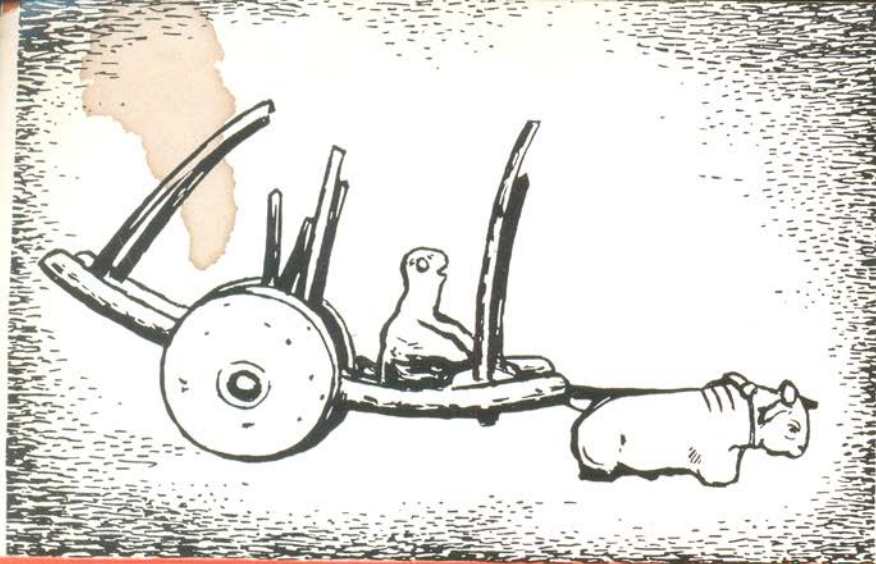
মহেঞ্জোদারোর খেলনা শকট

দূরত্ব ও কালজয়ের এক দুরন্ত ইচ্ছা সভ্যতার প্রথম থেকে মানুষের অন্তরে জাগ্রত ছিল। পরিবেশ, প্রয়োজন ও পরিস্থিতির তাগিদে যুগ যুগ ধরে মানুষ তার পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছে। প্রাচীন গুহাচিত্রে তার এই ইচ্ছার নানা প্রকাশ মিলেছে। সেই স্তর থেকে শুরু করে আজ যখন গ্রহান্তরে সে পাড়ি জমিয়েছে সেই বিস্তৃত অধ্যায়ের বিস্ময়কর কাহিনী এই পরিবহণ প্রদর্শন কক্ষে বিধৃত রয়েছে।

কোনারক সূর্যমন্দিরের ঐতিহ্যপূর্ণ রথচক্র এই প্রদর্শন কক্ষের প্রতীক স্বরূপ। এর একটি অনুকৃতি প্রবেশ পথে দর্শককে স্বাগত জানাবে। একই সাথে দেখা যাবে নানাযুগে পরিবহণ কার্য্যে নিযুক্ত মানুষের এক ক্ষোদিত চিত্ররূপ।

প্রথম কক্ষে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার পরিচয় বহনকারী মহেঞ্জোদারোর বিখ্যাত বৃষবাহী শকটের একটি নমুনা রাখা হয়েছে। সাথে রয়েছে

সিন্ধু সভ্যতায় ব্যবহৃত পরিবহণ ব্যবস্থা
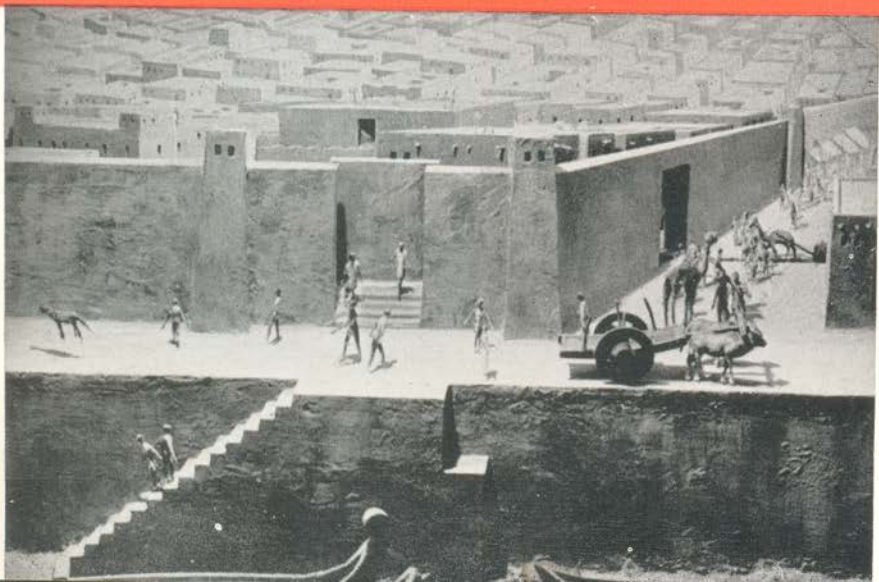
অষ্টাদশ শতকে ক'লকাতার পরিবহণ ব্যবস্থা

সিন্ধু সভ্যতায় পরিবহণের এক নিদর্শন। বৈদিক, মিশরীয় ও রোমক সভ্যতা রথ নির্মানে বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছিল। তার পরিচয় ধরে রাখা হয়েছে পরবর্তী দৃশ্যে।

পরিবহণ ব্যবস্থা প্রাকৃতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। এর ওপর মরু, পার্বত্য ও মেরু অঞ্চলের প্রভাব চিত্রিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকে কলকাতা নগরীর যানবাহন ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ধারণা দর্শক এখানে পাবেন। বাইসাইকেলের ক্রমবিবর্তন কাহিনী বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশের পথে দর্শক দেখবেন সভ্যতার অগ্রগতির প্রতীক চাকার বিবর্তন দৃশ্য।

প্রথম স্বয়ংচালিত গাড়ীতে যে ধারণার ভিত্তি ক্যুনোর সেই যান, ত্রেভিথিকের পথযান, বেন্‌জের মোটর যান ও ডেমলারের ঐতিহাসিক

প্রথম যুগের বাইসাইকেল
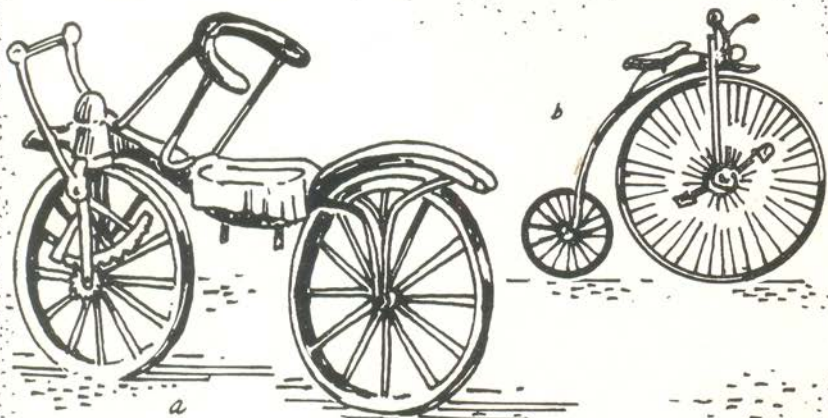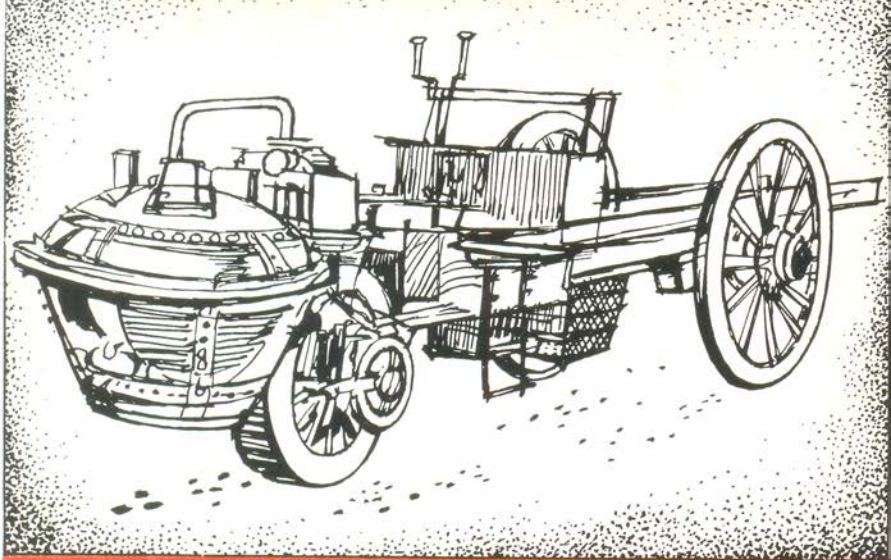
কুগ্নোঁর শকট (১৭৬৯)

প্রথম মোটর সাইকেল মাধ্যমে মোটরগাড়ীর কাহিনী প্রদর্শিত হয়েছে। রয়েছে একটি চালু টি. এম. বি উন্মুক্ত ইঞ্জিন। এ ছাড়া মোটর গাড়ীর বিবিধ অংশ ও কার্য্যপ্রণালী বিস্তারিত ভাবে সংরক্ষিত আছে এই অংশে।

মানুষের আকাশ জয়ের দূর্বার ইচ্ছার প্রমাণ মেলে পৌরাণিক কাহিনী থেকে। সেই কাল্পনিক স্তর থেকে আজকের বাস্তব ও উন্নত মহাকাশ-যানে উত্তোরণ কাহিনী চিত্রিত হয়েছে এ কক্ষের বায়ুযান অংশে। কিভাবে প্লেন আকাশে ওড়ে সে তথ্য চালু মডেল মাধ্যমে দর্শকের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে পৃথিবীর নানাপ্রান্তে প্রচলিত এরোপ্লেনের অনেক মডেল। 'চাঁদের পথে পাড়ি' দেবার একটি সচল দৃশ্য দর্শক এখানে দেখতে পাবেন। যে ভেলায় চড়ে এ যাত্রা শুরু সেই রকেটের অন্তর্দৃশ্য একটি সুবিশাল মডেলে রক্ষিত আছে। পরবর্তী অংশে নৌযানের কাহিনী বলা হয়েছে। নানা পরিবেশে

মোটরগাড়ী বিভাগ
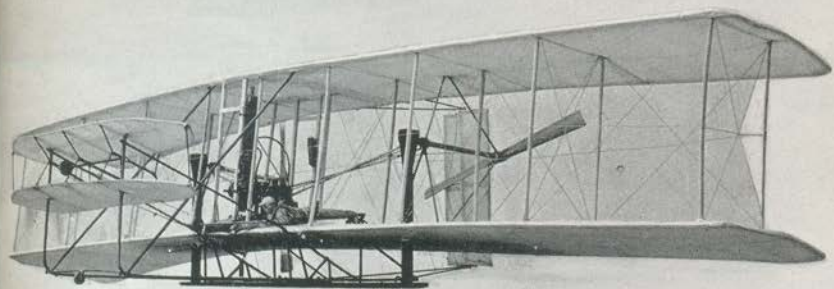
রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বি-পক্ষ বিমান (১৯০৩)

প্রয়োজন ভিত্তিক নৌকো ও তার আক্ষরিক নমুনা নানা মডেলে সংরক্ষিত আছে। আছে ভারতীয় নৌশিল্পের কাহিনী।
আকাশরেল ও রজ্জুপথ আজ কোন নতুন কথা নয়। এই দুটি আধুনিক পরিবহণের সচলরূপ সন্নিবিষ্ট হয়েছে একটি বিরাট দৃশ্যে। ক্রেন ও পরিবাহকে দ্রব্য পরিবহণে সুবিধা অনেক। বিভিন্ন চালু মডেল মারফৎ সে দৃশ্য দেখানো হয়েছে।
তৃতীয় কক্ষে দেখা যাবে দুটি প্রকৃত রেল ইঞ্জিন--বাষ্প ও ডিজেল চালিত। রেলপথ কিভাবে আজকের এই উন্নতস্তরে পৌঁছেছে তার কাহিনী বলা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত রেলের নকসা ও মডেলের সাহায্যে। অন্য দিকে রয়েছে দুটি বিখ্যাত মোটর গাড়ী। একটি প্রথম যুগের রোল্‌স্ রয়েস ও অপরটি আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু ব্যবহৃত তাঁর ফিয়েট গাড়ী। পাশে দেখা যাবে অসংখ্য রেডিয়েটর অলঙ্কার ও স্পার্ক প্লাগের সম্মিলিত অংশ।

নৌ বিভাগ
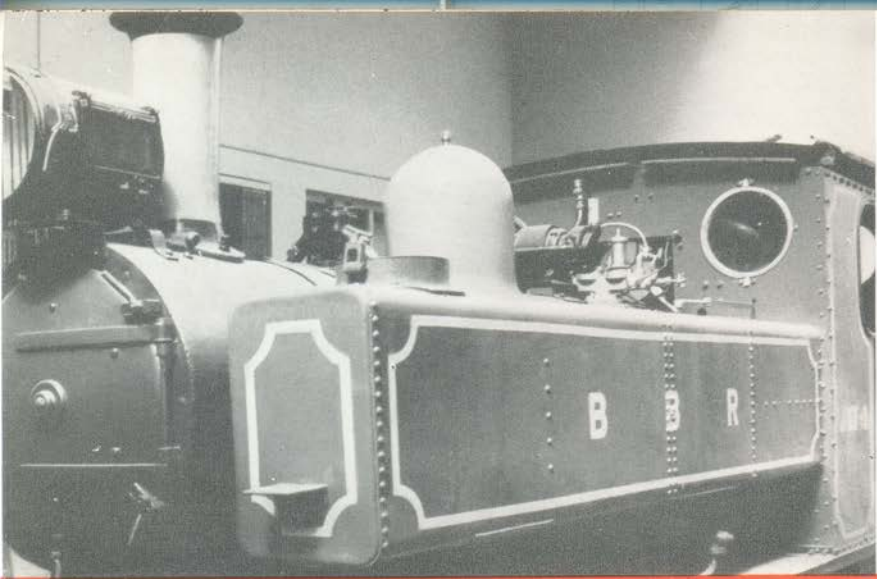
প্যানিয়ার ট্যাঙ্ক রেল ইঞ্জিন (১৯৩৩)

ফেরার পথে প্রথম কক্ষের বাঁদিকে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে রেলপথের প্রদর্শিত অংশ। ঘোড়ায়টানা খনিশকট, মার্ডকের প্রথম বাষ্পীয় যান, ত্রেভিথিকের সংস্করণ, ষ্টিফেনসনের ঐতিহাসিক "লোকোমোশন" ও "রকেটের" মডেল এক দীর্ঘ ইতিহাসকে ধরে রেখেছে। সাথে আছে ভারতীয় রেলপথে ব্যবহৃত নানাধরণের ইঞ্জিনের চালু মডেল ও কয়েক প্রকার কোচ ও মালগাড়ী। দেখা যাবে আজকের দিনের দ্রুতগামী ইলেকট্রিক, ডিজেল ইলেকট্রিক ও গ্যাস টারবাইন চালিত ইঞ্জিনের সচল মডেল।

আজকের কলকাতায় চলেছে এক বিরাট পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ। পরিবহন সমস্যা সমাধানে চলেছে পাতাল রেল প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। তার সংক্ষিপ্ত এক ধারণা দর্শক নিয়ে যাবেন কক্ষের সর্বশেষ চিত্র থেকে।

রোল্‌স্ রয়েস্ মোটরগাড়ী (১৯২৬)
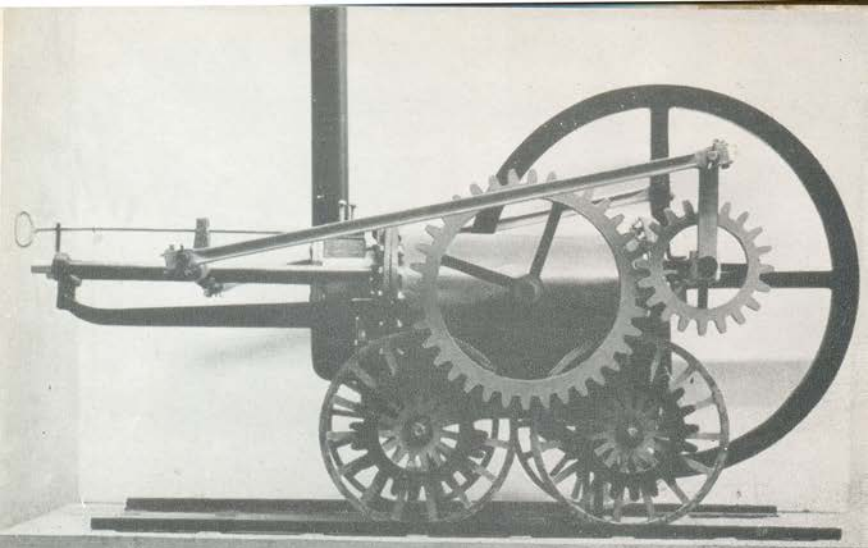
ট্রেভিথিকের বাষ্পীয় রেল ইঞ্জিন (১৮০৪)

প্রদর্শন কক্ষের বাইরে সংগ্রহশালার দক্ষিণে খোলা অংশে রাখা আছে একটি টাইগার মথ দ্বিপক্ষ বিমান ও কলকাতার ঘোড়ায়টানা প্রথম ট্রামগাড়ী।

অতীত ও বর্তমান চিন্তার সহাবস্থান এই প্রদর্শন কক্ষের বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞান কিভাবে মানুষের পরিবহন সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছে সে কাহিনী জনসমক্ষে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এই প্রচেষ্টা।

টাইগার মথ দ্বি-পক্ষ বিমান (১৯৪২)
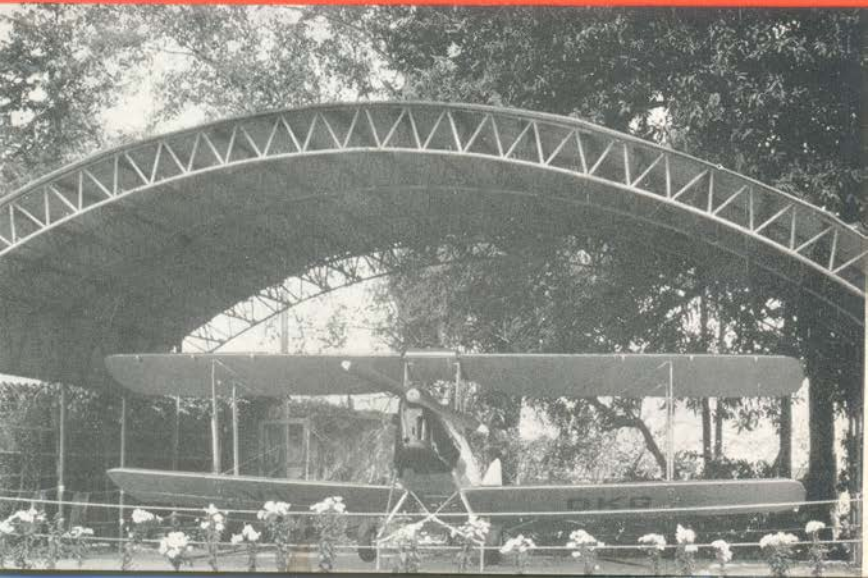
কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলিকাতা।
ইটালীয় কনস্যুলেট, কলিকাতা।
ইউনাইটেড স্টেট্স্ ইনফরমেশন সার্ভিস, কলিকাতা।
ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স্ কর্পোরেশন।
এইচ. সি. আগরওয়ালা, কলিকাতা।
এম. জি. স্যাটো, ট্যিসসাইড, যুক্তরাজ্য।
এয়ার ফ্রান্স।

কমিশনার্স ফর দি পোর্ট অফ ক্যালকাটা।
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ।
কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রণালয়।
চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস।
জাপান কনস্যুলেট, কলিকাতা।
জেনারেল ডায়নামিক কর্পোরেশন।
জেনারেল মোটরস লিঃ, যুক্তরাষ্ট্র।
টাটা ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, জামসেদপুর।
ডয়েচেস্ মিউজিয়াম, পশ্চিম জার্মানী।
ডেমলার বেন্জ্ সংগ্রহশালা, পশ্চিম জার্মানী।
ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্ক্স্, বারানসী।
দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ে।
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে।

পূর্ব রেলওয়ে।
প্যান আমেরিকান ওয়ার্ল্ড্ এয়ার লাইনস্।
ফরাসী দূতাবাস, নয়াদিল্লী।
বিড়লা প্লানেটেরিয়াম্, কলিকাতা।
বি. ও এ. সি.
বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা।
বোর্ন এণ্ড শেপার্ড, কলিকাতা।
ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল হল, কলিকাতা।
মেট্রোপোলিটন ট্রান্সপোর্ট প্রোজেক্ট্ (রেলওয়ে), কলিকাতা।
মিউজিয়োলোজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
লক্ হিড্ এয়ারক্রাফ্ট্ কর্পোরেশন, যুক্তরাষ্ট্র।
শিল্প সংগ্রহশালা, প্যারিস।
সন্তোষ বসু, কলিকাতা।
সোভিয়েট কনস্যুলেট, কলিকাতা।
সায়েন্স মিউজিয়াম, যুক্তরাজ্য।
স্মিথ্সোনিয়ান ইনস্টিটিউট, যুক্তরাষ্ট্র।
স্যুদ্ আভিয়েশন্, ফ্রান্স।
হিন্দুস্থান মোটরস্, কলিকাতা।

সংগ্রহশালা সম্পর্কে কিছু তথ্য।

সংগ্রহশালা সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে দুপুর ১০টা থেকে বিকেল ৫টা অবধি। সোমবার সমূহ, দোলযাত্রা ও কালীপুজো ছাড়া প্রতিদিন সংগ্রহশালা উন্মুক্ত থাকে। প্রদর্শন কক্ষ সমূহ: যান্ত্রিক শক্তি, পরিবহন, পরমাণুকেন্দ্রিক পদার্থবিদ্যা, জনপ্রিয় বিজ্ঞান, খনিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, তামা, লোহা, ইস্পাত ও খনিজতেল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, ইলেকট্রন বিদ্যা ও দূরেক্ষণ।
প্রবেশ মূল্য: জন প্রতি ২৫ পয়সা।

সংগঠিত ছাত্রদের প্রবেশ মূল্য লাগে না।

গোসেন